ইউ. পি. জল নিগম ও অন্যান্যরা

বনাম

অজিত সিং প্যাটেল ও অন্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ১১০১৭-১১০১৮)

নভেম্বর ১৫,২০১৮

[কুরিয়ান জোসেফ এবং এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতের সংবিধান।

অনুচ্ছেদ-১৩৬-বিশেষ অনুমতি পিটিশন-রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা-আপিলকারীর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ (তারিখ ১১.৮.২০১৭), ১২২ জন প্রার্থীর নিয়োগকে শুরু থেকেই বাতিল ঘোষণা করে - রিট পিটিশনে বিরোধিতা করা হয়েছে - হাইকোর্ট ২৮.১১.২০১৭ তারিখের আদেশে ১১.৮.২০১৭ তারিখের আদেশ বাতিল করে বলেছে যে কর্তৃপক্ষ কলঙ্কিত এবং কলঙ্কিত মামলার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয় এমন মৌলিক তথ্য লিপিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে; অনিয়মের সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারীদের শুনানির সুযোগ না দিয়েই নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে - সুপ্রিম কোর্টে আপিলের মাধ্যমে, ১৬.৩.২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আপিলকারীদের সংশোধনের ভিত্তিতে উত্তরপত্র পুনর্বিবেচনার আদেশের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে - প্রদত্ত স্বাধীনতা অনুসারে, আপিলকারীরা হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করেছেন - ২৫.৭.২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পুনর্বিবেচনার আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যাতে আপিলকারীদের কলঙ্কিত এবং কলঙ্কিত প্রার্থীদের আলাদা করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে - ২৮.১১.২০১৭ এবং ২৫.৭.২০১৮ তারিখের হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল - আপিলের স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে আবেদন - স্থগিত: ২৮.১১.২০১৭ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ পূর্বে যখন রায় বিরোধিতা করা হয়েছিল, তখন সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের সেই রায়কে নতুন করে বিরোধিতা করার কোনও স্বাধীনতা দেয়নি - সুপ্রিম কোর্টও স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি আপিলকারীদের পুনর্বিবেচনার আবেদনে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা করার জন্য - আপিলকারীদের প্রথমে পূর্ববর্তী তদন্ত প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাদান বিবেচনায় নিয়ে একটি নতুন যুক্তিসঙ্গত আদেশ প্রদানের মাধ্যমে ২৮.১১.২০১৭ তারিখের সিদ্ধান্তের উপর কাজ করতে হবে - অতএব, ২৮.১১.২০১৭ এবং ২৫.৭.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে বিরোধিতা অবশ্যই ব্যর্থ হতে হবে।

আপিল নিষ্পত্তি করে আদালত

আদেশঃ ১. ২০১৮-র ১৬ই মার্চের আদেশ এবং/অথবা সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত ২০শে আগস্ট, ২০১৮-র আদেশের সঙ্গে এটি পড়ার পর, এটা স্পষ্ট যে আবেদনকারীদের দেওয়া স্বাধীনতা খুব সীমিত ছিল। এতে বলা হয়েছে যে পুনর্বিবেচনার আবেদনে বা এই আদালতের সামনে পরবর্তী কোনও কার্যধারায় অন্য কোনও যুক্তি খোলা রাখা হয়নি বা উত্থাপিত হতে পারে না। যেহেতু ২৮শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের এইচ কোর্টের রায়কে নতুন করে বিরোধিতা করার জন্য আবেদনকারীদের কোনও স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি, তাই এর অর্থ হবে যে আপিলকারীরা শুধুমাত্র পুনর্বিবেচনার আবেদনে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতির আবেদনটি অনুসরণ করতে পারে, যা হাইকোর্ট তার ২৫শে জুলাই, ২০১৮ তারিখের আদেশে নথিবদ্ধ করা কারণগুলির জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিল। আবেদনকারীদের এই ধরনের স্বাধীনতার অভাবে, স্ব-একই রায়ের বিরুদ্ধে নতুন করে বিশেষ অনুমতির আবেদন দায়ের করা অনুমোদিত নয়।

বিনোদ কাপুর বনাম গোয়া রাজ্য ও অন্যান্য (২০১২) ১২ এস. সি. সি ৩৭৮: [২০১২] ৮ এস. সি. আর ১০৮৯; কুমারন সিল্কস ট্রেড (পি) লিমিটেড, (২) বনাম দেবেন্দ্র ও অন্যান্য (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ৫৫৫: [২০০৬] ৭ সম্পূরক এস. সি. আর ৬৭০; সন্ধ্যা এডুকেশনাল সোসাইটি এবং অন্য বনাম ভারত ও অন্যান্য (২০১৪) ৭ এস. সি. সি ৭০১-এর উপর নির্ভর করেছিল।

২. পুনর্বিবেচনার আবেদনে হাইকোর্টের রায়টি একটি সৌম্য এবং অবশ্যই আপিলকারীদের পক্ষে আরও বিরূপ নয়। কারণ, হাইকোর্ট ২৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের রায়ে এই উক্তিটি পুনর্ব্যক্ত করেছে-যে কলঙ্কিত প্রার্থীদের থেকে কলঙ্কিত প্রার্থীদের আলাদা করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীদের সুযোগ দেওয়ার পরে একটি নতুন, যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করার জন্য আবেদনকারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। হাইকোর্ট আরও স্পষ্ট করেছে যে, ২০১৭ সালের ১১ই আগস্ট প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি একমাত্র এই ভিত্তিতে বাতিল করা হয়েছে যে, এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, বিজ্ঞপ্তি জারি না করে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের শুনানির সুযোগ না দিয়ে পাস করা হয়েছিল এবং এই কারণেও যে, উক্ত আদেশটি এই সত্যের উল্লেখ করে না যে, আবেদনকারীরা ইতিমধ্যে কলঙ্কিত ও কলঙ্কিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পার্থক্য করার জন্য একটি অনুশীলন করেছিলেন এবং ১১ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখের বিতর্কিত আদেশ জারি করার আগে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে এটি করা সম্ভব ছিল না। [অনুচ্ছেদ ১১]

৩. বিশেষজ্ঞদের (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, এলাহাবাদ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কানপুর) দেওয়া মতামত, যেগুলির উপর আবেদনকারীরা নির্ভর করেছিলেন, আদেশের আগে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যই উপলব্ধ ছিল না। ১১ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখে পাস করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দুটি তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়েছিল কিন্তু তা প্রকাশ করেনি দোষী ও অকার্যকর প্রার্থীদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ইতিমধ্যে একটি অনুশীলন করা হয়েছিল বা এটি করা সম্ভব ছিল না, যাতে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটিকে বাতিল ঘোষণা করার সিদ্ধান্তকে বহাল রাখা যায়। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি সেই অনুশীলনটি করত এবং সেই পক্ষে তার সন্তুষ্টি নথিবদ্ধ করত, যা ১১ আগস্ট, ২০১৭-এ প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক গৃহীত আদেশে প্রতিফলিত হত, তখন হাইকোর্ট তখন স্থির আইনি অবস্থান অনুসরণ করতে পারত যে নির্বাচন পরিচালনায় সংঘটিত অবৈধতা এবং অনিয়মের প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি প্রতিটি মামলায় যাচাই-বাছাই করতে হবে যাতে এই বিষয়ে গৃহীত ভবিষ্যতের পদক্ষেপ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১২]

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা বনাম ও. চক্রধর (২০০২) ৩ এস. সি. সি. ১৪৬: [২০০২] ১ এস. সি. আর. ১০৯১-উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. আরও, যদি দুষ্টুমি এতটাই ব্যাপক এবং সর্বব্যাপী হয়, যা ফলাফলকে প্রভাবিত করে যাতে বেআইনিভাবে উপকৃত বা ভুলভাবে তাদের নির্বাচন থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের বাছাই করা কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এই জাতীয় ক্ষেত্রে, প্রতিটি নির্বাচিত ব্যক্তিকে পৃথক কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা সম্ভব বা প্রয়োজনীয় হবে না। সেক্ষেত্রে, একমাত্র বিকল্প হবে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল করা এবং নিয়োগকারীদের একটি বিভাগে সীমাবদ্ধ না করা। [অনুচ্ছেদ ১২]

বীরেন্দ্র কুমার গৌতম এবং অন্যান্য বনাম করুণা নিধয়ন উপাধ্যায় এবং অন্যান্য (২০১৬) ১৪ এস. সি. সি ১৮; জোগিন্দর পাল এবং অন্যান্য বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য (২০১৪) ৬ এস. সি ৬৪৪: [২০১৪] ৬ এস. সি. আর ৩৮৩; বিকাশ প্রতাপ সিং এবং অন্যান্য বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য এবং অন্যান্য (২০১৩) ১৪ এস. সি. সি ৪৯৪: [২০১৩] ১০ এস. সি. আর ১১১৪-এর উপর নির্ভর করেছিল।

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা বনাম ও. চক্রধর (২০০২) ৩ এস. সি. সি. ১৪৬: [২০০২] ১ এস. সি. আর. ১০৯১-বিশিষ্ট।

৫. ২০১৮-র ১৬ই মার্চের আদেশের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সময়ে আবেদনকারীদের দায়ের করা বিশেষ অনুমতির আবেদন নিষ্পত্তি করার সময়, এই আদালত ২০১৭-র ২৮শে নভেম্বরের আদেশে হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল তাতে কোনও ব্যাঘাত ঘটায়নি বা আপিলকারীদের পুনর্বিবেচনার আবেদনে বা সেই বিষয়ে নতুন করে বিশেষ অনুমতির আবেদনের মাধ্যমে উক্ত সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা করার স্বাধীনতা দেয়নি। এই আদালতে দায়ের করা সীমিত আবেদনটি ছিল আবেদনকারীদের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র পুনরায় কাজ করার অনুমতি দেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীদের শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে মেধা তালিকা সংশোধন এবং নতুন যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করার অনুমতি দেওয়া। 'সেই বিকল্পটি খোলা রাখা হয়েছে। আবেদনকারীদের এটি অনুসরণ করতে হবে। অন্য কথায়, আবেদনকারীদের অবশ্যই ২৮শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে, যার মাধ্যমে ১১ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল এবং বাতিল করা হয়েছে। আবেদনকারীরা তখন একটি নতুন, যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করে আইন অনুসারে এগিয়ে যেতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি করার সময়, আবেদনকারীরা পূর্ববর্তী তদন্ত প্রতিবেদনগুলির পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপাদান/নথিও বিবেচনা করতে পারেন যা তাদের কাছে উপলব্ধ হয়েছে, [অনুচ্ছেদ ১৩ এবং ১৪]

৬. অতএব, ২৮শে নভেম্বর, ২০১৭ এবং ২৫শে জুলাই, ২০১৮ তারিখের বিতর্কিত রায়ের বিরোধিতা অবশ্যই ব্যর্থ হতে হবে কিন্তু এই স্পষ্টকরণের সাথে যে আপিলকারীর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আইন অনুসারে একটি নতুন, যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করতে স্বাধীন। [অনুচ্ছেদ ১৫]

দেশপাণ্ডে বনাম মারুতি বলরাম হাইবাট্টি (১৯৯৮) ৬ এস. সি. সি ৫০৭: [১৯৯৮] ৩ এস. সি. আর ১০৭৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৯৮] ৩ এস. সি. আর. ১০৭৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৯
[২০১২] ৮ এস. সি. আর. ১০৮৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৬] ৭ সম্পূরক এস. সি. আর. ৬৭০	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০
(২০১৪) ৭ এস. সি. সি. ৭০১	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০২] ১ এস. সি. আর. ১০৯১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১২
	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১২
(২০১৬) ১৪ এস. সি. সি ১৮	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১২

[২০১৪] ৬ এস. সি. আর. ৩৮৩	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১২
[২০১৩] ১০ এস. সি. আর. ১১১৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১২

দেওয়ানি আপিল বিচারবিভাগঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ১১০১৭-১১০১৮।

২০১৭ সালের ৩৭১৪৩ নম্বর রিট-এ-তে এলাহাবাদের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২৮.১১.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ এবং ২০১৮ সালের ২ নম্বর রিভিউ অ্যাপ্লিকেশনে ২৫.০৭.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

'বিকাশ সিং, মুকুল রোহতগি, প্রবীণ আইনজীবী, সুশ্রী বংশজা শুক্লা, ঋষভ কাপুর, এম. নিজামুদ্দিন পাশা, সুশ্রী রঞ্জিত রোহতগি, সুশ্রী প্রজ্ঞা বাঘেল, গৌরব মেহরোত্রা, বিক্রান্ত যাদব, তালহা আব্দুল রহমান, সুশ্রী নেহা মীনা, কুমার অনুরাগ সিং, মহম্মদ, আতিফ, সুশ্রী তুলিকা মুখার্জি, দেবেশ মালান, অভিষেক, আইনজীবী উপস্থিত দলগুলির জন্য।

'আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করা হয়েছিল

এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতি দ্বারা বিলম্ব ক্ষমা করা হয়েছে।

অনুমতি মঞ্জুর।

২. এই আপিলগুলি ২৮শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশের ব্যতিক্রম। এলাহাবাদের হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত রিট-এ এবং ২৫ * জুলাই, ২০১৮ তারিখের রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন (নং.২/২০১৮)-এর রায় এবং আদেশের ব্যতিক্রম। 'চিফ ইঞ্জিনিয়ার/অধিষ্ঠান-২-১, ইউ. পি. জল নিগম' (সংক্ষেপে 'নিগম') কর্তৃক ১১ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখের আদেশকে বিরোধিতা করার জন্য এখানে ১১ নম্বর উত্তরদাতা দ্বারা এই রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। প্রধান প্রকৌশলীর এই সিদ্ধান্তের আগে ২৬শে জুলাই, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত নিগমের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ১৯ নভেম্বর, ২০১৬-র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সহকারী প্রকৌশলী (দেওয়ানি)-এর ১১৩টি পদ, সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক/যান্ত্রিক)-এর ৫টি পদ এবং সহকারী প্রকৌশলী (কম্পিউটার বিজ্ঞান/ইলেকট্রনিক্স এবং যোগাযোগ/বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স)-এর ৪টি পদে নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে।

৩. হাইকোর্ট ২৮শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের বিতর্কিত সাধারণ রায় এবং আদেশের মাধ্যমে উক্ত রিট পিটিশন এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাটারদের অনুমতি দেয়, মূলত, এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যে ১১ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করেছে। হাইকোর্ট আরও মতামত দেয় যে ১২২ জন প্রার্থীর নিয়োগকে অকার্যকর ঘোষণা করে প্রধান প্রকৌশলীর উক্ত আদেশটি প্রাথমিকভাবে এই মৌলিক সত্যটি নথিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে কলঙ্কিত এবং অকার্যকর মামলা (গুলি) আলাদা করা সম্ভব ছিল না এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত অনিয়মের সুবিধা

তাদের সকলের পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল; এবং তবুও এক আদেশের মাধ্যমে সমস্ত ১২২ জন প্রার্থীর নিয়োগ বাতিল করার জন্য তাড়াহুড়ো করেছেন, তাও, নিয়োগপ্রাপ্তদের বিজ্ঞপ্তি এবং শুনানির সুযোগ না দিয়ে। ২০১৭ সালের ১১ই আগস্টের আদেশে উল্লিখিত বিষয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত অনিয়মের বিষয়ে, হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারীকে পৃথক বিজ্ঞপ্তি অপরিহার্য ছিল।

৪, ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীরা এই আদালতে ২০১৮ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানি) নং.৫৪১০-৫৪১৯ দায়ের করেন। ১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিম্নলিখিত শর্তে এর নিষ্পত্তি করা হয়েছেঃ

আদেশ

আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাকেশ দ্বিবেদী উল্লেখ করেছেন যে আবেদনকারীরা ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন এবং ভুল উত্তর কী রয়েছে বলে জানতে পেরে হাইকোর্টের আবেদনকারীদের মেধা তালিকা পুনর্বিবেচনার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল। তিনি বলেন যে হাইকোর্ট এই মামলার প্রকৃত ম্যাট্রিক্সে পৃথক বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। এই বিষয়ে তিনি বিকাশ প্রতাপ সিং এবং অন্যান্য বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য ও অন্যান্য মামলায় এই আদালতের একটি রায়ের উপরও নির্ভর করেছেন, যা (২০১৩) ১৪ এসসিসি ৪৯৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

তবে, উত্তরদাতা (দের) পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহতগি বলেন যে, প্রশ্নগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল কি না বা মূল উত্তরগুলি ভুল ছিল কি না, তা বিতর্কিত প্রশ্ন এবং তাই উত্তরদাতাদের তদন্তে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী দ্বারা উল্লিখিত এই আদালতের সিদ্ধান্ত এই মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

যাই হোক না কেন, বিতর্কিত রায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরেও আমরা দেখতে পাই না যে দরজাটি এখনও বন্ধ রয়েছে। আবেদনকারীদের, যদি তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়, সংশোধনের ভিত্তিতে উত্তরপত্রগুলি পুনরায় কাজ করার স্বাধীনতার জন্য হাইকোর্টের কাছে যাওয়া উচিত, যদি হাইকোর্টও মনে করে যে সংশোধন করা দরকার।

বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি, সেই অনুযায়ী, নিষ্পত্তি করা হয় মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৫. আবেদনকারীদের প্রদত্ত স্বাধীনতা অনুসারে, ২০১৮ সালের দেওয়ানি বিবিধ রিভিউ আবেদন নং ২ হিসাবে হাইকোর্টে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করা হয়েছিল। আপিলকারীরা উক্ত পুনর্বিবেচনার আবেদনে নিম্নলিখিত ভিত্তিগুলি উত্থাপন করেছেনঃ

পটভূমি-

(I) যেহেতু এই মাননীয়া আদালত বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই বিষয়টি বিবেচনা করেনি যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনিয়ম রয়েছে, তবে প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে যে শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তাই নির্বাচনের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষকে নতুন আদেশ পাস করার জন্য দেওয়া স্বাধীনতা সাপেক্ষে তাদের পুনর্বহাল ও বেতন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

(II) কারণ এই আদালত এই বিষয়টি বিবেচনা করেনি যে ১১৩টি পদে প্রার্থীরা একবার সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তাঁরা সাক্ষাৎকারের যোগ্যও ছিলেন না এবং শেষ পর্যন্ত ১১৩টি পদের মধ্যে ২৬ জন প্রার্থী সাক্ষাৎকারের জন্যও যোগ্য নন, তাই তাঁদের ভুলভাবে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছে।

(III) কারণ এই আদালত এই বিষয়টিও বিবেচনা করেনি যে সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক/যান্ত্রিক)-এর ৫টি পদের মধ্যে ৬ জন নতুন প্রার্থীকে যোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে এবং ৪ জন প্রার্থীকে যারা আগে সাক্ষাৎকারের জন্য যোগ্য বলে মনে করা হয়েছে তাদের যোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে না। ইন্টারভিউ এবং অবশেষে নির্বাচিত ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জন প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্যও যোগ্য বলে মনে করা হয় না, তাই তাদের ইন্টারভিউয়ের জন্যও বিবেচনা করা যায় না।

(IV) যেহেতু এই মাননীয়া আদালত এই বিষয়টি আর বিবেচনা করেনি যে সহকারী প্রকৌশলী (কম্পিউটার) পদে নিয়োগের জন্য ৮ জন প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের যোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে না এবং ৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের যোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে, এমনকি তাঁরা সাক্ষাৎকারের যোগ্যও নন, তাই পুরো বাছাই প্রক্রিয়াটি খারাপ,

(V) কারণ এই আদালত আদেশটি পাস করার সময় পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছে এবং ফলস্বরূপ যে ব্যক্তিরা সাক্ষাৎকারের জন্য যোগ্য নন তাদের সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

(VI) কারণ বিষয়টি আপিল করার জন্য বিশেষ অনুমতি (সি) নং-এ মাননীয় শীর্ষ আদালত এবং মাননীয় শীর্ষ আদালতের কাছে গেছে। (৮) ৫৪১০-৫৪১৯/২০১৮ বর্তমান উত্তরদাতাদের নির্দেশ দিয়েছে

(এসএলপি-তে আবেদনকারী) হাইকোর্ট, এলাহাবাদ -এ যেতে পারেন যে আদালত যথাযথ নির্দেশ দিতে পারে।

(VII) কারণ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই আদালত রায় দিয়েছে যে অস্থায়ী পদের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ প্রযোজ্য নয়, তবে এটি আইনের দৃষ্টিতে টেকসই নয়, কারণ অস্থায়ী নিয়োগ বা স্থায়ী নিয়োগ উভয়ের ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ প্রযোজ্য।

(VIII) যেহেতু এই মাননীয় আদালত রিট পিটিশন মঞ্জুর করার সময় আরও পুনর্বহাল এবং বেতন প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে, যা সাক্ষাৎকারের জন্য এমনকি যোগ্য নয় এমন ব্যক্তিদের অনুমতি দেওয়ার সমান, তাই তাদের পুনর্বহাল করার আদেশ পাস করা এবং তাদের বেতনও দেওয়া আইনের অধীনে অনুমোদিত নয়।

(IX) যেহেতু পুরো নিয়োগগুলি 'অস্থায়ী পদগুলির' বিরুদ্ধে অস্থায়ী, তাই কর্তৃপক্ষের আদেশ পাস করার অধিকার রয়েছে, যদি তারা কর্মচারীদের সাথে অব্যাহত না থাকে,

(X) যেহেতু অপব্যবহারের কারণে নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিল, কারণ পুরো নিয়োগটি তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছিল, ডি সঠিক গণনা এবং নম্বর পরীক্ষা না করে, প্রয়োজনীয় উত্তর কী প্রকাশ না করে এবং আরও কিছু অভিযোগ রয়েছে যার জন্য এস. টি. এফ ইতিমধ্যেই তদন্ত করছে।

৬. উচ্চ আদালত ২৫ * জুলাই, ২০১৮ তারিখে নিম্নলিখিত শর্তে পুনর্বিবেচনার আবেদনটি নিষ্পত্তি করেছেঃ

"ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইউ. পি. জল নিগম, লখনউ এবং চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ইউ. পি. জল নিগম, লখনউ উভয়ই ২৮.১১.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশের পর্যালোচনার জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছেন যার দ্বারা এই রিট পিটিশনগুলির একটি গুচ্ছ অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

ইউ. পি. রাজ্যের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য হল যে আবেদনকারীদের একটি নতুন আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে কলঙ্কিত এবং কলঙ্কিত প্রার্থীদের আলাদা করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে যার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

রিট আবেদনে আপত্তি জানানো আদেশটি ১১.০৮.২০১৭ তারিখে জল নিগমের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল যা সম্পূর্ণ নির্বাচন বাতিল করে।

আবেদনটি মঞ্জুর করে আমরা বলেছি যে রিট আবেদনে উল্লিখিত আদেশটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে দেওয়া হয়েছে এবং কলঙ্কিত প্রার্থীদের কলঙ্কিত প্রার্থীদের থেকে আলাদা করার

কোনও প্রচেষ্টা না করে সামগ্রিকভাবে নির্বাচন বাতিল করার যোগ্য ছিল না।আদালত শেষ পর্যন্ত রিট পিটিশনগুলি মঞ্জুর করার সময় আবেদনকারীদের এবং অন্যান্য প্রভাবিত পক্ষগুলিকে "রায়ে করা পর্যবেক্ষণগুলি" বিবেচনা করে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে আবেদনকারীদের একটি নতুন যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করার অনুমতি দিয়েছিল।

'আবেদনকারীরা আজ অবধি কোনও নতুন আদেশ পাস করেননি।

নতুন আদেশ পাস করার সময় তারা বিষয়টির প্রতিটি দিক বিবেচনা করতে পারে এবং যেভাবে তারা নতুন আদেশ পাস করবে তার জন্য তাদের আদালতের কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই।

উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বিবেচনা করি না যে উপরের উদ্দেশ্যে আদালতের কাছ থেকে কোনও স্বাধীনতা প্রয়োজন

আমরা রায় এবং আদেশে কোনও আপাত ত্রুটি খুঁজে পাই না যা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়।

'রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

"(জোর দেওয়া হয়েছে)

৭. বর্তমান আপিলগুলিতে, আপিলকারীরা পুনর্বিবেচনার আবেদনে হাইকোর্টের পূর্বোক্ত রায় ও আদেশের পাশাপাশি রিট পিটিশনে গৃহীত মূল রায় ও আদেশকেও আক্রমণ করেছেন, যা ২০১৮ সালের বিশেষ অনুমতি পিটিশন (দেওয়ানি) নং ৫৪১০-৫৪১৯-এ বিরোধিতাের বিষয় ছিল। ২০১৮ সালের ১৯শে এপ্রিল হাইকোর্টে তাদের দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এই আপিলগুলি দায়ের করা হয়েছে যে ২৮শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের হাইকোর্টের আদেশে প্রদত্ত নির্দেশ ২০১৮ সালের ১৫ই মে বা তার আগে মেনে চলা হবে।

৮. উত্তরদাতারা এই বিশেষ অনুমতির পিটিশনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রাথমিক আপত্তি তুলেছেন। প্রথমত, যেহেতু ২০১৮ সালের বিশেষ অনুমতির পিটিশন (দেওয়ানি) নং ৫৪১০-৫৪১৯-এ আপিলকারীরা ইতিমধ্যে বিতর্কিত রায় এবং আদেশকে বিরোধিতা করেছিলেন। আপিলকারীদের ২৮ শতাংশ নভেম্বর, ২০১৭-এর বিতর্কিত রায়কে নতুন করে বিরোধিতা করার কোনও স্বাধীনতা ছাড়াই উল্লিখিত এসএলপিগুলি ১৬ শতাংশ মার্চ, ২০১৮-এ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। আপিলকারীদের একের পর এক পিটিশন দাখিল করে স্ব-একই রায়কে বিরোধিতা করার অনুমতি দেওয়া যায় না। এই আপত্তি বহাল থাকলে, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবী যুক্তি দেখান, বর্তমান আপিলগুলি আপিলকারীরা, সর্বোত্তমভাবে, কেবলমাত্র রায় এবং পুনর্বিবেচনার আবেদনের আদেশের ক্ষেত্রেই

অনুসরণ করতে পারবেন। তবে, সন্ধ্যা এডুকেশনাল সোসাইটি এবং অন্যান্যরা বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য মামলার প্রেক্ষিতে, কেবলমাত্র পুনর্বিবেচনার আবেদনের উপর প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতির আবেদন বহাল রাখা যাবে না। উত্তরদাতারা তখন যুক্তি দেখান যে, উচ্চ আদালতে প্রদত্ত অঙ্গীকার থেকে আপিলকারীদের প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, বিশেষত যখন আপিলকারী (গুলি) ভারতের সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে একটি রাজ্য হয়, তখন এই আদালত কর্তৃক ২০১৮ সালের ১৬ই মার্চ বিশেষ অনুমতি পিটিশন (দেওয়ানি) নং ৫৪১০-৫৪১৯-এ গৃহীত আদেশ এবং পর্যালোচনা আবেদনে গৃহীত বিতর্কিত রায়ের উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে ২০শে আগস্ট, ২০১৮-এ বর্তমান বিশেষ অনুমতি পিটিশনে আদালত কর্তৃক গৃহীত আদেশও রয়েছে, তখন উত্তরদাতারা যুক্তি দেখান যে, আবেদনকারীদের এই যুক্তি ছাড়া অন্য কোনও ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না যে, কলঙ্কিত এবং অ-কলঙ্কিত প্রার্থীদের আলাদা করে একটি নতুন আদেশ পাস করার স্বাধীনতা দিয়ে যোগ্যতা তালিকা সংশোধন করার অনুমতি দেওয়া উচিত। অন্য কথায়, প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক ১১ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখের আদেশের সমর্থনে আপিলকারীদের অন্য কোনও যুক্তি উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। কারণ, সেই আদেশটি ইতিমধ্যে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং রায়ে নথিবদ্ধ করা কারণগুলির জন্য বাতিল করে দেওয়া হয়েছে যখন উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ১৬ই মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এই আদালতে কোন কারণগুলি প্রশংসা করা হয়েছে।

৯. আপিলকারীরা অবশ্য অনুরোধ করেছেন যে, ২০১৮ সালের ১৬ই মার্চ এই আদালত কর্তৃক বিশেষ অনুমতি পিটিশনগুলির নিষ্পত্তি ২০১৭ সালের ২৮শে নভেম্বর রিট পিটিশন-এ-তে গৃহীত হাইকোর্টের সাধারণ রায় ও আদেশকে বিরোধিতা করার জন্য আবেদনকারীদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। যেহেতু ২০১৮ সালের ১৬ই মার্চের আদেশে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে এই আদালত বিশেষ অনুমতি পিটিশনগুলি খারিজ করেনি, কিন্তু আপিলকারীদের যুক্তি মেনে নিয়েছে এবং আপিলকারীদের সংশোধনের ভিত্তিতে উত্তরপত্রগুলি পুনরায় কাজ করার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক ১১ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখার জন্য এই আদালতকে প্ররোচিত করার জন্য আবেদনকারীদের কৌশলগত দিকগুলি যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, কারণ পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটি অনিয়ম ও জালিয়াতিতে পূর্ণ ছিল, যার জন্য অনলাইন পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি সহ তৎকালীন চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ধারা এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য এফ. আই. আর দায়ের করে

আইপিসির ৪০৯,৪২০,১২০-খ/২০১ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন, ১৯৮৮-এর ১৩ (১)(ঘ)। আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী বলেছেন যে আবেদনকারীরা একই নির্বাচন প্রক্রিয়ার অধীনে নিযুক্ত অন্যান্য সমস্ত প্রার্থীদের নিয়োগ বাতিল করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন যারা বর্তমানে আবেদনকারীদের সাথে কাজ করছেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, এলাহাবাদের বিশেষজ্ঞদের দেওয়া অবহিত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে এটি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে যে কলঙ্কিত এবং অ-কলঙ্কিত প্রার্থীদের সনাক্তকরণ এবং পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। উক্ত বিশেষজ্ঞরা ফাইল এবং সিডি পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের আবেদনকারীদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা চিঠিতে নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

<u>উপসংহারঃ</u>

১. "কলঙ্কিত" প্রার্থীদের চিহ্নিত করা মূলত সেই প্রার্থীদের চিহ্নিত করা বোঝায়, যাদের প্রতিক্রিয়া তথ্য কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে সংশোধন করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন সম্পাদনের জন্য, প্রাসঙ্গিক চেকসাম তথ্য সহ প্রার্থীদের মূল প্রতিক্রিয়া তথ্য (পরীক্ষার উইন্ডো বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ক্যাপচার করা) প্রয়োজন। এই রেফারেন্স (চেকসাম) তথ্য, পর্যবেক্ষণ। উপরে অনুসারে, পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা নথিবদ্ধ করা হয়নি বা ইউপিজেএন-কে জানানো হয়নি। 'অতএব, কলঙ্কিত এবং অ-কলঙ্কিত প্রার্থীদের সনাক্তকরণ এবং পৃথকীকরণ সম্ভব নয়।

II. তথ্যের অভাবে (পর্যবেক্ষণ ১ অনুসারে) এবং ৩-৪টি পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করে, প্রদত্ত আকারে (পর্যবেক্ষণ ৫-৬) তথ্যের সত্যতা গ্রহণ করা এবং/অথবা যাচাই করা যায় না।

III. 'পর্যবেক্ষণ ৭-১০-এর পরিপ্রেক্ষিতে পুরো প্রক্রিয়াটির সত্যতাও সন্দেহজনক।

IV. উপরের পর্যবেক্ষণ ৮ বিবেচনা করে, এটি যুক্তিযুক্ত যে পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা জমা দেওয়া প্রার্থী প্রতিক্রিয়া ফাইলগুলি তৈরি করা হয়েছিল, বরং তাড়াহুড়ো করে এবং অবশ্যই প্রত্যাশিত হিসাবে নয়। কোনও বৈধ তথ্যের অভাবে, এই প্রার্থী প্রতিক্রিয়া ফাইলগুলি (সিডিতে প্রদত্ত) বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে,

<u>চূড়ান্ত নোটঃ</u>

উপরোক্ত সমস্ত পর্যবেক্ষণ এই অন্তর্নিহিত শর্তের উপর ভিত্তি করে তৈরি যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে ভাগ করা সমস্ত নথি এবং তথ্যের একটি যাচাইকৃত উৎস রয়েছে,

এবং ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে লখনউতে ইউপিজেএন প্রধান কার্যালয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগের জন্য উপলব্ধ কর্মীদের দ্বারা প্রদত্ত প্রতিক্রিয়াগুলি সত্য।

অতিরিক্তভাবে-এই প্রতিবেদনে দুটি প্রযুক্তিগত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা আপনার সুবিধার জন্য নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

® চেকসামঃ চেকসাম অ্যালগরিদম দ্বারা উত্পন্ন ডিজিটাল ডেটার একটি ছোট ব্লক যেমন এম. ডি. এস (মেসেজ ডাইজেস্ট ৫), এস. এইচ. এ-১ (সিকিউর হ্যাশ ১), এস. এইচ. এ-২, ইত্যাদি যখন এটি একটি প্রদত্ত উৎস ডেটাতে (ফাইল) কাজ করে। ডিজিটাল ডেটার এই ছোট ব্লকটি ডিজিটাল ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো এবং এটি যে ফাইলের জন্য তৈরি করা হয়েছিল তার জন্য অনন্য। যদি উৎস ফাইলটি কোনও আকারে পরিবর্তিত হয় বা পরিবর্তিত হয় তবে এর চেকসাম পরিবর্তন হবে,

® এইচ. টি. এম. এলঃ হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ হল মৌলিক কম্পিউটার ভাষা, যা ওয়েব পেজ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। আশা করি এই প্রতিবেদনটি আপনার সন্তুষ্টির জন্য ১০৪/সি. ই (ই-২-১) ক্যাম্প/১৮ তারিখের চিঠিতে উত্থাপিত দুটি প্রশ্নের উত্তর দেবে।

"সহযোগী অধ্যাপক, 'কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কানপুর, তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ দ্বারা প্রদত্ত মতামতের উপরও রাখা হয়েছে, যা এইভাবে লেখা আছে"

উত্তরপ্রদেশ জল নিগম এবং মেসার্স অ্যাপটেক লিমিটেডের মধ্যে প্রাসঙ্গিক চুক্তি এবং প্রাসঙ্গিক নথিগুলি দেখার পরে, আমার নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি নম্রভাবে উপস্থাপন করার জন্য রয়েছে।

ঘটনাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত কালক্রম নিম্নরূপঃ

(i) ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(ii) পরিচালিত পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করার পরে ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে, সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত সাক্ষাৎকারগুলি প্রার্থীরা ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬, এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(iii) ২০১৭ সালের ৩রা জানুয়ারি চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

(iv) ২০১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি, মেসার্স অ্যাপটেক লিমিটেড বেশ কয়েকটি সিডিতে ফলাফলের ফাইলগুলি ইউ. পি. জল নিগম লিমিটেডের কাছে পৌঁছে দেয়।

মেসার্স অ্যাপটেক লিমিটেড কর্তৃক উপস্থাপিত ফাইলগুলির বিষয়বস্তু পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে সিডিতে যেকোনো ফাইলের প্রথম পরিবর্তনের

তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ এর অনেক পরে। কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষায়, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই প্রার্থীদের উত্তর প্রধান সার্ভারে (বর্তমানে ক্লাউড সার্ভারে) আপলোড করা হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই, প্রতিটি প্রার্থীর প্রতিক্রিয়া সুরক্ষিত থাকে যাতে ওয়ার্ডগুলির পরে ইন্টারপোলেশন বা ম্যানিপুলেশন সম্ভব না হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে, জমা দেওয়া ফাইলটি ১৬ * ডিসেম্বর, ০১৬-এর পরে সংশোধন করা হয়েছিল যা একটি দৃঢ় সন্দেহ উত্থাপন করে এবং এটি অস্বীকার করা যায় না যে প্রার্থীদের প্রতিক্রিয়া পত্রগুলি এই সময়ের মধ্যে কারচুপি করা হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে, স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব নয় যে উপলব্ধ সি. ডি-তে থাকা প্রার্থীদের রেসপন্স শিটগুলি পরীক্ষার তারিখে প্রার্থীদের দেওয়া প্রতিক্রিয়াগুলির মতোই। মেসার্স অ্যাপটেক লিমিটেড দ্বারা প্রদত্ত সি. ডি-তে পরীক্ষার দিনের সমান শেষ অনুমোদনের তারিখ সহ কোনও ফাইল নেই। যেহেতু ক্লাউড সার্ভারে প্রাথমিক তথ্য আর উপলব্ধ নেই বলে জানানো হয়েছে, তাই সি. ডি-তে প্রদত্ত তথ্য পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে উপলব্ধ তথ্যের সঠিক অনুলিপি কিনা তা নিশ্চিত করা আমার পক্ষে কঠিন।

শিক্ষার্থীদের পছন্দের মাউস ক্লিক এবং টাইমস্ট্যাম্প সম্বলিত কোনও অডিট ট্রেল সিডি-তে সরবরাহ করা হয়নি। এই ধরনের অডিট ট্রেল নিশ্চিত করতে সহজ করে দেবে যে পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরগুলি উত্তরপত্রের মতোই যা পরে গ্রেডিং করা হয়েছিল। এই ধরনের অডিট ট্রেল পরীক্ষার প্রার্থীরা পরে যে কোনও অসঙ্গতি এবং বিরোধিতা উত্থাপন করতে পারে তা নিষ্পত্তি করতে সহায়ক। যেহেতু মেসার্স অ্যাপটেক লিমিটেড এই ধরনের অডিট ট্রেল সরবরাহ করেনি, তাই আমার পক্ষে নিশ্চিত করা এবং নিশ্চিত করা সম্ভব নয় যে গ্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত শিক্ষার্থীদের প্রকৃত প্রতিক্রিয়া এবং তাদের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই।

উপরন্তু, আমি জানিয়েছি যে বিচারপতি ই. ই. (মেইনস), বিচারপতি ই. ই. (অ্যাডভান্সড) এবং জি. এ. টি. ই-এর মতো পাবলিক পরীক্ষাগুলিতে স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি অনুসরণ করা হত না। এই পরীক্ষাগুলিতে পরীক্ষার উত্তর কী প্রকাশ করা, প্রার্থীদের কাছ থেকে কোনও আপত্তি বা প্রত্যাখ্যান আহ্বান করা, এই প্রতিক্রিয়াগুলি একত্রিত করা এবং পরবর্তীকালে উত্তর কী স্থগিত করা একটি প্রথাগত অভ্যাস। উত্তরপত্রের গ্রেডিং কেবলমাত্র "প্রার্থীদের সুযোগ দেওয়ার পরে করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে এই সাধারণ অনুশীলনটি অনুসরণ করা হয়নি, যা সন্দেহের পাশাপাশি আশঙ্কাও জাগিয়ে তোলে যে পৃথক প্রার্থীদের প্রতিক্রিয়া পত্রগুলিতে আপস করা হতে পারে। কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগে

যদি এই সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে এই নির্দিষ্ট পরীক্ষার উত্তরপত্রের ত্রুটিগুলি সম্পূর্ণরূপে হ্রাস বা নির্মূল করা যেত। মেসার্স অ্যাপটেক লিমিটেডের কাছে প্রাথমিক তথ্যের অভাব বিবেচনা করে, সিডিতে প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব নয় এবং তাই কলঙ্কিত ও অকার্যকর প্রার্থীদের পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। এটি আপনার চিঠি নং ১১০/সি. ই. ই-২-১ (ক্যাম্প)/২০১৮, তারিখ ০৪/০৯/২০১৮ " -এর প্রতিক্রিয়া সহ।

'আপিলকারীরা পিআর. দেশপাণ্ডে বনাম, মারুতি বলরাম হাইবাতির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে যুক্তি দেখিয়েছে যে, উচ্চ আদালতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও, ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আপিলকারীদের জন্য উপলব্ধ আইনি প্রতিকার অনুসরণ করার জন্য এটি উন্মুক্ত।

১০. আমরা হস্তক্ষেপের আবেদনে আবেদনকারীদের আইনজীবী সহ পক্ষগুলির বিজ্ঞ পরামর্শ শুনেছি। আমরা এটিকে প্রথমে ১৬ই মার্চ, ২০১৭ তারিখের এই আদালতের আদেশের কার্যকারিতা সম্পর্কে উপযুক্ত বলে মনে করি। দুই বিচারপতির বেঞ্চ (যার মধ্যে আমাদের মধ্যে একজন বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ একজন পক্ষ ছিলেন) দ্বারা গৃহীত উক্ত আদেশের একটি ন্যায্য পাঠের পরে, এই আদালত আবেদনকারীদের সীমিত অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছে যে ত্রুটিযুক্ত প্রশ্ন এবং ভুল উত্তর দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্টের আবেদনকারীদের মেধা তালিকা সংশোধন করার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল। সেই অবস্থানটি লক্ষ্য করার পরে, আদালত আবেদনকারীদের সেই সীমিত উদ্দেশ্যে হাইকোর্টে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে। এটি করার সময়, আপিলকারীদের এই আদালতে ২৮শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের বিতর্কিত রায়কে নতুন করে বিরোধিতা করার কোনও স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। সেই সময়ে এই ধরনের কোনও স্বাধীনতা চাওয়া হয়নি। বর্তমান বিশেষ অনুমতি পিটিশনে ২০শে আগস্ট, ২০১৮ তারিখের আদেশে এই অবস্থানটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যা এইভাবে লেখা হয়েছেঃ

আদেশ

আবেদনকারীদের দেওয়া একমাত্র স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান অ্যাটর্নি জেনারেল যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৬.০৩.২০১৮ তারিখের আদেশ অনুসারে কলঙ্কিতদের থেকে অকার্যকরদের আলাদা করা।

আমরা আবেদনকারীদের আজ থেকে এক মাসের মধ্যে একটি সিল করা খামে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিচ্ছি, যাতে তারা হাইকোর্টের ২৮.১১.২০১৭ তারিখের রায়

এবং এই আদালতের ১৬.০৩.২০১৮ তারিখের আদেশ অনুসারে বিশেষ অনুমতির আবেদনে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানতে পারে।

২০.০৯.২০১৮-এ তালিকা করুন।

আবেদনকারীরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন এবং সময় বাড়ানোর আবেদন করতে পারেন।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

আমাদের মধ্যে একজন (বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ) এই আদেশেও পক্ষ ছিলেন। ২০১৮ সালের ১৬ই মার্চের আদেশটি এবং/অথবা ২০১৮ সালের ২০শে আগস্টের আদেশটি পড়ার পর, এটি স্পষ্ট যে আবেদনকারীদের দেওয়া স্বাধীনতা খুব সীমিত ছিল। এটি বলে যে পুনর্বিবেচনার আবেদনে বা এই আদালতের সামনে পরবর্তী কোনও কার্যধারায় অন্য কোনও বিতর্ক খোলা ছিল না বা উত্থাপিত হতে পারে না। যেহেতু ২৮শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের হাইকোর্টের রায়কে নতুন করে বিরোধিতা করার জন্য আবেদনকারীদের কোনও স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি, তাই এর অর্থ হবে যে আবেদনকারীরা শুধুমাত্র হাইকোর্টের পর্যালোচনার আবেদনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতির আবেদনটি অনুসরণ করতে পারবেন, যা হাইকোর্ট তার ২৫শে জুলাই, ২০১৮ তারিখের আদেশে (উপরের অনুচ্ছেদ নং ৬-এ পুনরুত্পাদন করা হয়েছে) প্রত্যাখ্যান করেছিল। আবেদনকারীদের এই ধরনের স্বাধীনতার অভাবে, স্ব-একই রায়ের বিরুদ্ধে নতুন করে বিশেষ অনুমতির আবেদন দায়ের করা অনুমোদিত নয়। [বিনোদ কাপুর বনাম দেখুন। গোয়া রাজ্য এবং অন্যান্যদের, কুমারন সিল্কস ট্রেড (পি) লিমিটেড... (২) বনাম দেবেন্দ্র এবং অন্যান্যদের সন্ধ্যা এডুকেশনাল সোসাইটি (উপরে)।]

১১. সন্ধ্যা এডুকেশনাল সোসাইটির (উপরে উল্লিখিত) এই উক্তিটির উপর উত্তরদাতারা নির্ভর করেছেন যে, শুধুমাত্র পুনর্বিবেচনার আবেদনে রায়ের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অনুমতির আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। যাই হোক না কেন, পুনর্বিবেচনার আবেদনে হাইকোর্টের রায়টি একটি সৌম্য এবং অবশ্যই আপিলকারীদের পক্ষে আরও প্রতিকূল নয়। কারণ, হাইকোর্ট ২৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের রায়ে এই উক্তিটি পুনর্ব্যক্ত করেছে-যে আবেদনকারীরা কলঙ্কিত প্রার্থীদের অকার্যকরদের থেকে আলাদা করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীদের সুযোগ দেওয়ার পরে একটি নতুন, যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করতে পারবেন। হাইকোর্ট আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, ১১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের প্রধান প্রকৌশলীর দেওয়া আদেশটি কেবলমাত্র এই কারণেই বাতিল করা হয়েছে যে, এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির লঙ্ঘন, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নোটিশ জারি না করে এবং শুনানির সুযোগ না দিয়েই জারি করা হয়েছে এবং

কারণ উক্ত আদেশটি এই সত্যের উল্লেখ করে না যে, আপিলকারীরা কলঙ্কিত এবং কলঙ্কিত প্রার্থীদের মামলা আলাদা করার জন্য ইতিমধ্যেই একটি অনুশীলন গ্রহণ করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, ১১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের আপত্তিকর আদেশ জারি করার আগে তা করা সম্ভব ছিল না।

১২. আবেদনকারীরা এখন বিশেষজ্ঞদের (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, এলাহাবাদ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কানপুর) দ্বারা প্রদত্ত মতামতের উপর নির্ভর করেছেন, যা এই আদালতে ২০শে আগস্ট, ২০১৮ তারিখে জমা দেওয়া প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ১১ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখে আদেশটি পাস হওয়ার আগে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে এগুলি অবশ্যই উপলব্ধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দুটি তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করেছিল কিন্তু এটি প্রমাণ করে না যে ইতিমধ্যে কলঙ্কিত এবং অকার্যকর প্রার্থীদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য একটি অনুশীলন করা হয়েছিল বা এটি করা সম্ভব ছিল না, যাতে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটিকে বাতিল ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখা যায়। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি ১১ই আগস্ট, ২০১৭ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক গৃহীত আদেশে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য সেই অনুশীলনটি করত এবং সেই পক্ষে তার সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করত, তবে হাইকোর্ট তখন ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য বনাম চক্রধর '-এ বর্ণিত নিষ্পত্তি হওয়া আইনি অবস্থানটি অনুসরণ করতে পারত-যে নির্বাচন পরিচালনায় সংঘটিত অবৈধতা এবং অনিয়মের প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে যাচাই করতে হবে যাতে এই বিষয়ে গৃহীত ভবিষ্যতের পদক্ষেপ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারে। উপরন্তু, যদি দুষ্টুমি এতটাই ব্যাপক এবং সর্বব্যাপী হয়, যা ফলাফলকে প্রভাবিত করে যাতে বেআইনিভাবে উপকৃত হওয়া বা অন্যায়ভাবে তাদের নির্বাচন থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের বাছাই করা কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এই জাতীয় ক্ষেত্রে প্রতিটি নির্বাচিত ব্যক্তিকে পৃথক কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা সম্ভব বা প্রয়োজনীয় হবে না। সেক্ষেত্রে, একমাত্র বিকল্প হবে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল করা এবং নিয়োগকারীদের একটি বিভাগে সীমাবদ্ধ না করা। বীরেন্দ্র কুমার গৌতম এবং অন্যান্য বনাম করুণা নিধন উপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে এই দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। (আরও দেখুন জোগিন্দর পাল এবং অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য)। চক্রধর (উপরে উল্লেখিত) এবং বিকাশ প্রতাপ সিং এবং অন্যান্য বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য এবং অন্যান্যদের আপিলকারীদের দ্বারা নির্ভর করা দুটি রায়ের উক্তি বর্তমান মামলার বাস্তব পরিস্থিতিতে আপিলকারীদের কোনও কাজে আসবে না।

১৩. এটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য যথেষ্ট যে, ১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা বিশেষ অনুমতি পিটিশন নিষ্পত্তি করার সময়, এই আদালত হাইকোর্টের ২৮ শতাংশ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের আদেশে পৌঁছানো সিদ্ধান্তকে ব্যাহত করেনি বা আপিলকারীদের পুনর্বিবেচনার আবেদনে বা সেই বিষয়ে নতুন করে বিশেষ অনুমতি পিটিশনের মাধ্যমে উক্ত সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা করার স্বাধীনতা দেয়নি। হাইকোর্টের ২৮ শতাংশ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের আদেশে প্রাসঙ্গিক উপসংহারটি এইভাবে পড়েঃ

"উপরের বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের বিবেচনাধীন মতামত হল যে ১১.৮.২০১৭ তারিখের বিতর্কিত আদেশটি বিজ্ঞপ্তি জারি না করে এবং আবেদনকারীদের শুনানির সুযোগ না দিয়ে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে পাস করা হয়েছে, অভিযুক্ত আদেশটি পাস করার সময় কলঙ্কিত এবং অ-কলঙ্কিত প্রার্থীদের মামলার পার্থক্য করার জন্য কোনও অনুশীলন করা হয়নি কারণ ১১.৮.২০১৭ তারিখের বিতর্কিত আদেশটি সমর্থন যোগ্য নয় এবং বাতিল করা যেতে পারে।"

১৪. ১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখের আদেশের প্রথম আলেখ্যে উল্লিখিত এই আদালতে সীমিত আবেদনটি ছিল আবেদনকারীদের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র পুনরায় কাজ করার অনুমতি দেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীদের শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে মেধা তালিকা সংশোধন করা এবং নতুন যুক্তিযুক্ত আদেশ জারি করার অনুমতি দেওয়া। সেই বিকল্পটি উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। আবেদনকারীদেরও এটি অনুসরণ করতে হবে। অন্য কথায়, আবেদনকারীদের অবশ্যই হাইকোর্টের ২৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে, যার মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক ১১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের আদেশ বাতিল ও বাতিল করা হয়েছে। আপিলকারীরা তখন একটি নতুন, যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করে আইন অনুসারে বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি করার সময়, আপিলকারীরা পূর্ববর্তী তদন্ত প্রতিবেদনের পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক 'অ্যাটেরিয়াল/নথি যা তাদের কাছে উপলব্ধ হয়েছে তা বিবেচনা করতে পারেন, আমরা এটি স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে "আইআইটি এলাহাবাদ এবং আইটি কানপুর"-এর বিশেষজ্ঞদের দেওয়া মতামতের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিনি।

১৫. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ২৮শে নভেম্বর, ২০১৭ এবং ২৫ শতাংশ জুলাই, ২০১৮ তারিখের বিতর্কিত রায়ের বিরোধিতা অবশ্যই ব্যর্থ হতে হবে, কিন্তু এই ইঙ্গিতের সঙ্গে যে নিগমের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আইন অনুসারে একটি নতুন, যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করতে স্বাধীন।

১৬. একই নির্বাচন প্রক্রিয়ার অধীনে অন্যান্য নিয়োগপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে সহ, আপিলকারীদের জন্য উন্মুক্ত ব্যবস্থার যোগ্যতা সম্পর্কে

আমরা কোনও মতামত প্রকাশ করেছি বলে মনে করা হচ্ছে না। এই বিষয়ে সমস্ত প্রশ্ন খোলা রাখা হয়েছে।

১৭. সমস্ত অন্তর্বর্তী আবেদন সহ আপিলগুলি উপরের শর্তাবলীতে নিষ্পত্তি করা হয়। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি **আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal